

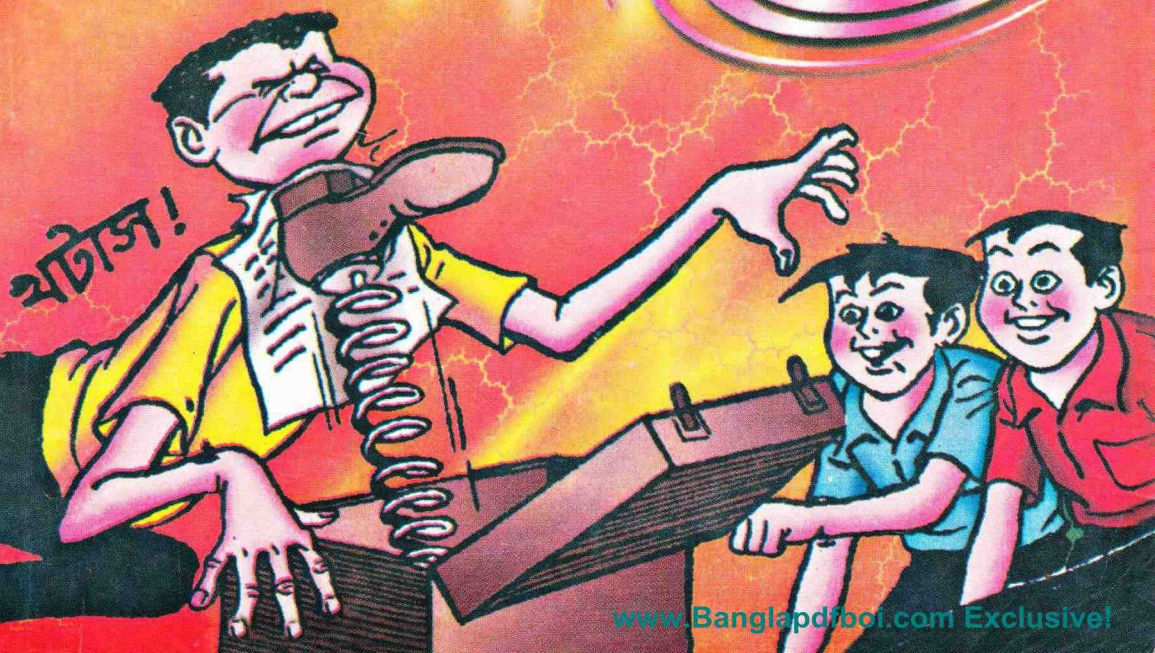
সম্পূর্ণ রঙিন

নারায়ণ দেবনাথ

নাটক ফান্ড

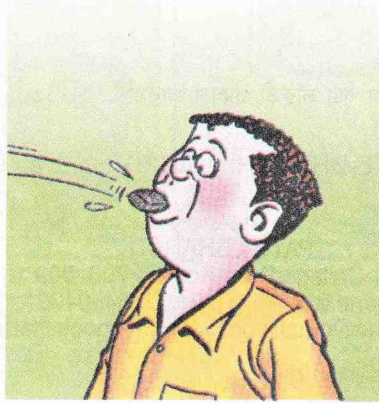


ধুবুধুমা



নারায়ণ দেবনাথ

নটে ফটে ধুন্ধুমার



পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

পথম পত্র ভারতী প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩

NANTE FANTE DHUNDHUMAR BY Narayan Debnath

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phone 2241 1175 Fax 2354 0462

e-mail : patrabharati@gmail.com Website : bookspatrabharati.com

Price Rs. 45.00

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স সুশান্ত প্রধান

‘পত্র ভারতী’র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা, প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত ।

মূল্য ৪৫.০০



নারায়ণ দেবনাথ



এবার পূজার আগে কি করবি বলতো ফল্টে?

ডাবছি, এবার পূজার আগে আজকে বাজে কিছু না করে জনকল্যাণমূলক কিছু করা।



তবে এই কাজে বড়দের পরামর্শ নিতে হবে, নাটে!

চল স্যারের কাছে যাই দেখি স্যার কি বলে।



এই যে, দুই মক্কেল! এখানে গড়ের গড়ের ফল্টের ফল্টে করে কি করছিস?

পূজার গুজুর ফল্টের ফল্টের নয়, কেলুটনা, জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যাপারে স্যারের কাছে যাচ্ছি।



এই যে, নাটে আর ফল্টে আমাদের কাছে এবারে কি অজিযোগ নিয়ে?

না-না, কোন অজিযোগ জানাতে আসিনি, স্যার!



তাহলে কি মতলব নিয়ে এসেছিস?

স্যার! এবার আমার জনকল্যাণমূলক কিছু কাজ করতে চাই।



জনকল্যাণ বলতে কি করতে চাইছিস?

ব্যাপারটা, স্যার এই যে আমরা সেবা করতে চাইছি। দুঃস্থ জনগণের সেবা।









এদিকে- যাক ওষুধ যা বলেছি।
এনে গেছে এবার।
নিশ্চিহ্ন।
কিন্তু কেউদার
কি শব্দ বলতো?
একেবারে দেখা
নেই।



কলুদাকে পাড়া
দিইনি বলে বোধহয়
বেচার। মুম্বরে
পড়ছে!
চল ভে
দেখে
আসি।



এইতো! কিন্তু কেউদার
ঘর থেকে কি রকম একটা
গন্ধা বোরাচ্ছে!
কি রকম
বিদ্যুটে
একটা
গন্ধ!



আরে, কেউদা! আমরা
তোমাকে খুঁজছি আর
তুমি ঘরে বলে কি সব
রাগা করছো?



রাগা নয় রে, মুম্বরা!
লাজা পাতা দিয়ে ডেমজ
ওষুধ তৈরি হচ্ছে, এই
দ্যাখ!



আর কাল দেখবি এই
ডেমজ ওষুধের জন্যে
লাইন পড়ে মাঝে কিন্তু
তোদের হোমিওর দিকে
কেউ তুলেও মাঝে না!
কেন?



কারণ আমি পাড়ায় গিয়ে ওদের বলেছি যে
হোমিও ওষুধ অনেকবার খেলে তবে কাজে হয়
কিন্তু আমার ডেমজ একবার এক শিশি খেলেই
হাতে হাতে ফল। তাই ওরা আর
তোদের সেবা করার সুযোগ
দেবে না, নল্টে আর ফল্টে!
হেঃহেঃ!



এবার তোরা কেউ পড় দেখি।
আমার এখন অনেক কাজে।
কাল সেবাকার্যের জন্যে
আমাকে তৈরি
হতে হবে।



এবার আমার সঙ্গে
টুকর দেওয়ার ফল
হাড়ে হাড়ে টের পাবে
মুখ্য দুটো



কেলটোটা কি ষড়িবার্জ দেখেছিস!
নষ্টামি করে আমাদের অবস্থানটি
কোমন বানচাল করার ফন্দি করেছে।
এখন কি করা
যায় বলজে
নটে?

জাবতে
হবে
কি করা
মায়



কিছু পরে-
পয়েছি রে, নটে!
শটে শাটোং! ওর
ঐ ডেমজ দিয়েই ওকে হায়েল
করবো!

কি করে রে,
ফটে?



শোন, তাহলে-
(ফিশ ফিশ
ফিশ ফিশ)

দারুণ!
দুর্দান্ত
আইডিয়া!



পরে

একি!
আবার
তুই?

আমরা খুবই
অবতস্ত,
কেলুদা! তাই-



অনেক ডেবে আমরা একমত হলাম যে, কেলুদাই
ঠিক। লজ্জাম নটে এলোনা! আমাকে দিয়ে এই
ব্যাগটা পাঠালো। যদি তোমার কোন কাজে
লাগে।



অবশ্যই লাগবে। তোমের শুভ বুদ্ধির
উদ্যম হয়েছে দেখে আমি খুশি। নে এবার
ডেমজের শিশিগলো ঐ ব্যাগে ডরে স্যারের
ঘরে রেখে আয়।

ঠিক আছে,
কেলুদা এখনি
রেখে আসছি।





নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



একটু পরে

কৈ এবার
তোমার শালগ্রাম
দেখাও তো?

এই দ্যাখ, বাগানে চলে
বেড়াচ্ছিলো- ভুলে নিয়ে
এলুম।

শালগ্রাম
কোথায়, এতো
শামুক!

হিঃহিঃ! ফুল আর
বেলপাতায় চাপা
থাকলে কেউ
বুঝতেই পারবে না
যে এটা শামুক না
শালগ্রাম। শুধু
দক্ষিণাটা তাদের
বদলে আমার চাক্ষুষ
হবে।

চলি বেলটে ফল্টে! পৃথোটা সেরে
আদি। পারিস তে জেরো আমসিস।

দাঁড়া, আমাদের পাটি
জাঙালো বের করছি। ঠিক
হয়েছে, ওর এ শালগ্রাম
দিয়েই ওকে গ্রামছাড়া
করবো।

মোড়লের বাড়িতে

আমরা তোমার পূজা করা
দেখতে এলুম গো কলুদা!

কেশ করছি। ওং
সরস্বতী গুজাং খুব
বিশ্বাস করে হচ্ছেং।
ফুলং ছিটিয়ে ছিটিয়ে
দিছিং নমং!

কেলের শালগ্রামে
একটু জল ঢেলে
দি। তাহলে এই
অনড় শালগ্রাম
নড়া শুরু করবে।

একটু পরেই

একি মোড়লমশাই! শালগ্রাম
যে শুড় বের করে গুটি গুটি
মরে পড়ছে!

তাইতো বটে!
এটা তো
শালগ্রাম
নয়! কলুটে
আমার লাঠিটা
আন তো!

ওইতো শালগ্রাম
ওরফে শামুক



শালগ্রাম দিয়ে চিঠি করে আমার পূজায়
অবাচার? আজ তোকে গ্রামছাড়া করে তবে
আমার অন্য কাজ।

মোড়লমশাই কেনু বিতড়ন
করতে করতে আমরা
পূজাটা সেরে ফেলি।
কি বলিস নলে?

ঠিক বলেছিল।
তাহলে শুরু
করা যাক কি
বলিস কলুটে?





নারায়ণ দেবনাথ











সেন্দি কেল্টা মিথো বালিশ করে স্যারের কাছে আমাকে কি সাঙুনিই না খাওয়ালে। আজ ওকে হাতে পেয়েছি সেদিনের শোধ ফুলবো।



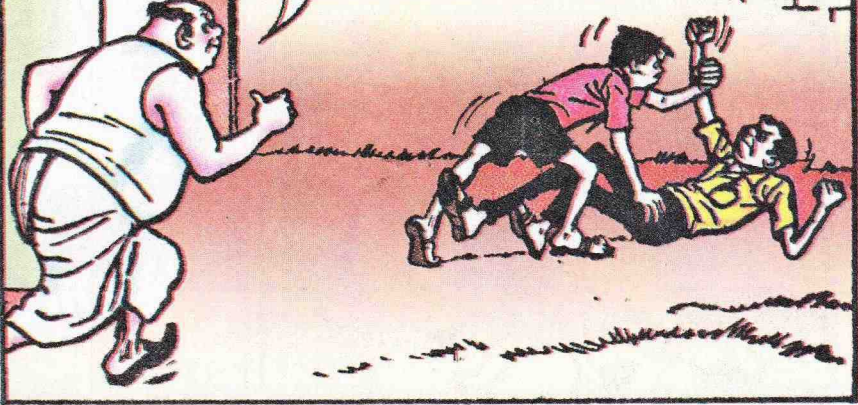
ফলেটা আমাকে মারবান্ন তানে আছে। লাগতে এলে আমিও ছাড়বো না, বিশেষ স্যার যখন আমার পক্ষে।

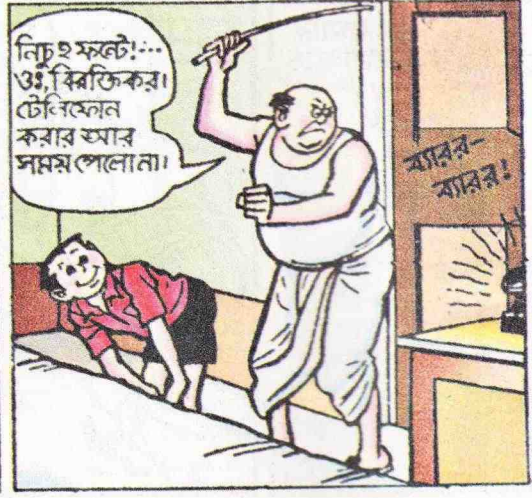


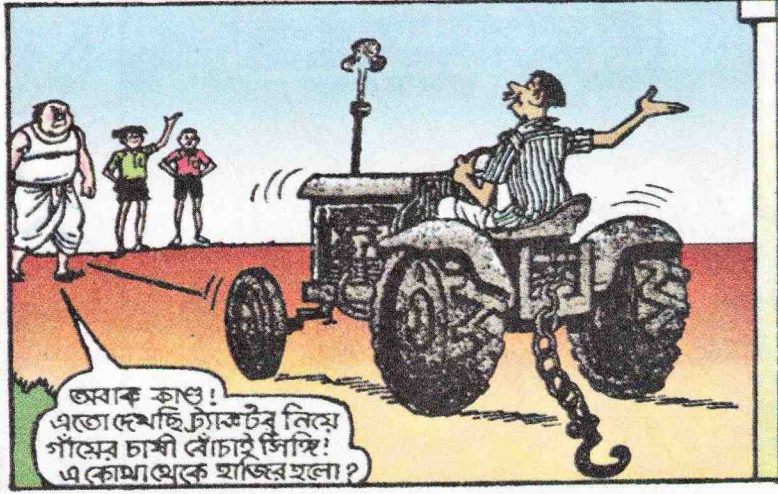
কারা কেন মারামারি করছে বঁলে মনে হচ্ছে!



ফলে কেফু! এখুনি এসব থামো। তারপর দুজনে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসো!



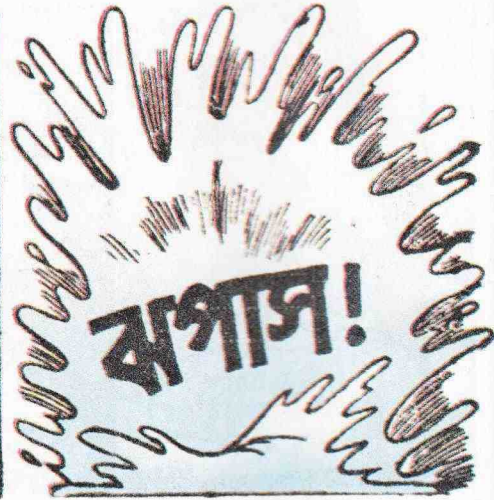
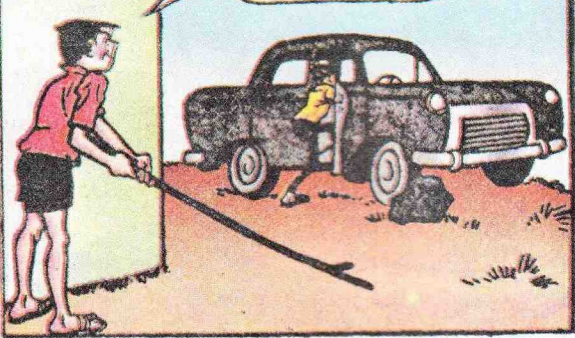




একটু পরে...



হিঃ হিঃ! মা ডেরেছি যে কেউটা হতচ্ছাড়া গাড়ির ভেতরেটা দেখতে চুকবে। এইবার ইমুরাসকে ফাঁদে পেয়েছি। পামরটা তেলে সরিয়ে দি, আর বেকটা তে অকেশজা করাই আছে...





নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস ধরে
অতো মনোযোগ দিয়ে
কেলুদা কি দেখছে রে
নটে?

একফালি ময়লা
ছেড়া বেকডায়
তুমি কি দেখছো
গো কেলুদা?



সূত্র খুঁজছি!

সূত্র খুঁজছে? কিন্তু
ওর সবটাই তো সূত্র
দিয়ে তৈরি কেলুদা!



এ সূত্র সে সূত্র নয় রে মূল্য!
এ হচ্ছে অপরাধের সূত্র—আমি
সেই সূত্র খুঁজছি।



সে কি কেলুদা! তুমি
আবার গোয়েন্দাগিরি
করছো নাকি?

এখনো করিনি। তবে
এবারে করবো। দেখবি
কি রকম চমক লাগিয়ে
দেবো।



তোরা এলেছিস ভালোই
হয়েছে। তোদের আমি আমার
অ্যাজিস্টেন্টে করে নিলুম।



কাল থেকে তোরা রাস্তায় নজর রাখবি।
যদি দেখিস কেউ কিছু হারিয়েছে তাহলে
আমাকে এসে খবর দিবি।

ঠিক আছে
কেলুদা!



পরদিন
চারদিকে কড়া
নজর রাখবি
ফরটে!

সে আর তোকে
বলতে হবে না
নটে!



দু'ঘণ্টা পর

এতোক্ষণ ঘুরে ঘুরে পায়ের নড়া
ছিড়ে গেলো, তবু কেউ কিছু হারিয়েছে
এমন কাজকে খুঁজে পেলুম না
মাইরি!

যা বলেছিল।
সবাই যেন কিছু
হারাবো না পণ
করে বসে আছে!



আরো আধঘণ্টা পরে

এদিকে দ্যাখ নটে! ঐ বুড়ো লোকটি
কিছু যেন খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে
না?

কে, কোন দিকে
গে ফরটে?



ঘুরে ঘুরে তালকানা মেরে
গেছিস দেখছি। এই দ্যাখ
ভের বাঁ দিকে!

ই, তাইতো গে ফরটে!
নির্ঘাত কিছু হারিয়েছে!
এতোক্ষণে কেউদার
একটা কেস পাওয়া
গেলো বোধহয়।



নিশ্চয় আপনার কিছু
হারিয়েছে বলে মনে
হচ্ছে

ঠিক ধরেছে। দেখোনা—
কতোক্ষণ ধরে ঢেঁকি করছি
কিন্তু কিছুতেই পারছি না।



আপনাকে কিছু পারতে
হবে না। কেউদাকে নিয়ে
আসি, দেখবেন টক করে
আপনার মাল বের করে
দেবে।

তাই নাকি? যাও
তাহলে শিগগির
তোমাদের কেউদা-
না-কে তাকে
নিয়ে এজা।

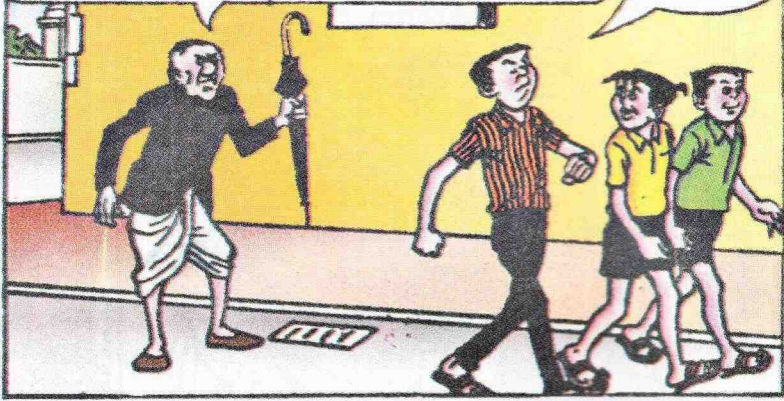


রাবিশ! আপনি কি
জেরেছেন ওর ওতের থেকে
পাঁক যেটে আপনার এ ছুটো
পয়সা তুলবো? পাঁক নয়,
আমি রহস্য বাঁচি, বুঝলেন?



তোমার চেল্লাই তো বনলো যে, যে ছুটি একবারে
ঝাঁট এসে পড়ে গেল। তুলে দেবে। মুরাদ নেই মুখেই মতো
হুয়াই উল্লাই। এতোক্ষণ চেষ্টা করলে নিজের তুলতে পারতুম।

তাহলে চেষ্টা
কর তই আবার
পারেন।



এসব ব্যাপারে অবসরজ্ঞানী চোখ থাকা চাই।
আর তার জন্যে দস্তুরমতো গবেষণা দরকার।
ওসব ভোদের কাম নয় বুঝলি!



এই আমি - আমি একবারের মধ্যেই বুঝতে
পারি কোন দস্তুরমতো গবেষণা দরকার।
আমি মুরাদ নেই মুখেই মতো হুয়াই উল্লাই।
এতোক্ষণ চেষ্টা করলে নিজের তুলতে পারতুম।
তাহলে আর -



দাঁড়া-দাঁড়া! দামলের ব্যাপারটা কেমন
মেন ঠিক স্রাজাবিক ঠকছে না।

রহস্যের গন্ধ
পেয়েছো নাকি
কেস্টুদা?



আমি জোর করে বলতে পারি যে এ
মোকটা এ ছেলেটাকে তম করার
চেষ্টা করছে।

বলো কি!





কি কাজ রে?

আমি আর নষ্ট
যদি কম্বোদা করে এ
লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে
মাই তাহলে তোমুনি
ছেলেটাকে একা পেয়ে
ওর কাছ থেকে সব
কিছু জেনে নিতে
পারো

আরে না-না। এখনো ও ঘুগাফুরেও টের পায় নি।
যে ও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু তোরা
ও সব ছেলেমানুষী করতে গেলেই ওর মনে সন্দেহ
হবে। আর তাহলেই সব শুকলেট! মতটা
পারা যায় ওদের কথা থেকেই তথ্য সংগ্রহ
করে নি।

মা দেবে বলেছো তা এখনি
না দিলে আমি আর এক
পা ও নড়বো না। দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে চ্যাচারো!

উঃ! ঢের ঢের ছেলে
দেখেছি কিন্তু এরকম
দুন্দে ছেলে কখনো
চোখে পড়েনি।

শুনেছিস? এটাই প্রথম নয়। তার মানে
এ ব্যাপারে ব্যাটা একেবারে রামধুম!।
ঠিক আছে বাচ্চাখন তোমার পেছনে
চাঁদ আমিও রয়েছেি ফাঁদ!

ঠিক আছে, চল তোর জিনিস
আমি কিনে দিচ্ছি।

না, আমি যাবো
না। তুমি কিনে
এলে আমার
হাত দেবে।

বেশ তাই আনছি।
কিন্তু তুই এখান
থেকে এক পা ও
নড়বি না। তোকে
আজ আমি নিয়ে
যাবোই।

নিয়ে ড্রামায় যাওয়াচ্ছি বেল্লিক! এই
আমার স্লোগান। ছেলেটার কাছ থেকে
জানো করে জেনে নিচ্ছি। তোরা ওর
ফিরে আসার দিকে নজর রাখ।

ঠিক
আছে।



তারপর ওর অভিভাবকের কাছ থেকে ভ্রম দেখিয়ে মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে।

ওরে বাবা, এতো ব্যাপার!



তুমি এতো সব খবর জানলে কি করে গো কেলুদা?

ওরে এর নামই হচ্ছে অবলম্বনী চোখ। ওর ডাবডগ্গেই আমি সব কিছু ধরে ফেলেছি।



লোকটার কাছ থেকে এ হতভাগ্য ছেলেটাকে জোর করে কেড়ে আনা যায় না কেলুদা?

এসব ব্যাপারে কোন গোয়াফুনি চলে না, বুঝলি বোকারাম!



কেন কেলুদা? তুমি তো অস্তঃদৃষ্টিতে সব জেনেই ফেলেছো, তবে আর তোমার এতো ভয়টা কিসের?



আমার ভয় নয়, আমি শুধু স্বযোগের অপেক্ষায় আছি, তারপর দেখবি আমার দুম্ম বুকের কয়ানতি।

অপহরণকারীর মুষ্কে চেহারা দেখে কেলুদা বোধহয় ভড়কে গেছে।



ওরে ডডকাবার পাত্রে এই কেলুরাম নয়। যখন ব্যাটাকে আমার কজায় আনবো তখন দেখবি ওই মুষ্কে ঝুকড়ে একবারে মুসিক হয়ে গেছে।

এই যে থাকা! যে লোকটার সঙ্গে
তুমি যাচ্ছে, সে তোমাকে তোমার
ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তাই না?

হ্যাঁ! দেখানা, কতটা করে
বলছেন যে যাবোনা। তবু টমি
আর এটা ওটা কিলবেয়ার
লোড দেখিয়ে নিয়ে
যাচ্ছে। কিন্তু তুমি
জানতে কি করে।

আমাকে জানতে হয়।
তবে তোমার আর জয়
নেই। আমি তোমাকে
উদ্ধার করে বাড়িতে
তোমার বাড়িতে রাখ
আসবো।

সত্যি বাড়িতে
নিয়ম হবে? কি
মজা! তাহলে
একটু চলে।

দাঁড়াও, মাবার আগে ওই
শুণা বদমায়েসটাকে
ছেলেচুরির সাজা দিয়ে
মেরে হবে।

শুণা বদমাইস,
ছেলেচোর আবার
কে?

কি হয়েছে রে
পৌচা?

ওই তো! যে মহাপ্রভু এদিকে
আসছেন। তবে ওর সব
জরাজুরি এখানেই শেষ।

এইরে!

এই ছেলেটা
এসে আমাকে বলছে
তুমি শুণা বদমাইস
ছেলেধরা। সত্যি
নাকি বাবা!

বটে!

হ্যাঁ!
বাবা!

নক্টে, ওয়েদার
খুব খারাপ।

হ্যাঁ, বাবা! আর এই খাবায় তোর মুণ্ডটা ধরতে
পারলে ধড় থেকে উপড়ে নেবো। হস্তছাড়া
বিটলে!

ছেলেটাকে কতো ভুলিয়ে জানিয়ে
ইকুনে নিয়ে যাচ্ছি, আর হস্তভাগা
এজছে ছেলেধরা ধরতে।

নক্টে, গোয়েন্দা
কেকুর মুণ্ড উপড়ে
নিয়েছোর আলই
চল আমাদের
মুণ্ড নিয়ে আমরা
সরে পড়ি।



নটে আর ফটে

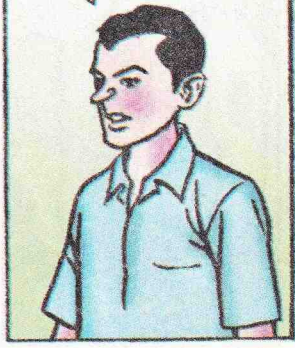


নারায়ণ দেবনাথ

বালক জোজনের জন্যে পাড়ার
সবাই অর্থসাহায্য করেছেন,
এক গোসাঁই বাবাজী ছাড়া।

গোসাঁই বাবাজী দিলে
না কেন গাবলুদা? কি
বললে?

বললে ছুঁত জোজনে করিয়ে
অর্থনাশ করে কোন লাভ
নেই। বরঞ্চ সুদে খাটালে
দুগয়সা আসবে।



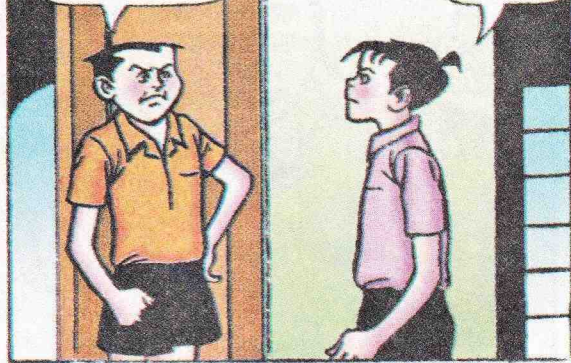
বলো কি গাবলুদা! ঐ সুদখোর
কম্বুস ডুওটা তোমাকে এই
সব কথা বললে! একটা সৎ
কাজের জন্যে পাঁচটা টাকা
দিতে পারলো না!

না দিলে তো কি
আর করা যাবে।
ও ছেড়ে দে।



গাবলুদা বলছে ছেড়ে দিতে। কিন্তু
অমনি ছাড়বো! অশালীন উক্তি
অন্যে পাঁচের দশগুণ আদায়
করে ছাড়বো!

কিন্তু জুলুম
করলে গাবলুদা
রাগ করবেন
ফটে!



জুলুম কেন! নিজেই দেবে।
ভালো, বাবাজী তো ঘাছ মাগে
কিছুই খায় না, তাই না রে
নকে!

হ্যাঁ! কেমন কি না তাই
স্বারতর নিরামিশাসী!
হাবুদের কাছে ভোগ দিয়ে
তার প্রসাদ খায়!



একটু পরে

যেরকম বলছি বাজারথেকে
কিনে রেস্তুরেন্ট থেকে ডাউরে
নিম্নে আসাবি!

কিন্তু ও
দিয়ে কি সুব
রে ফটে!



দুপুরে গোসাইজীর বাড়িতে

রাধেকৃষ্ণ! বাবাজীদের
তো বজ্রই দিয়েছি অর্থ
দিয়ে অনর্থ করতে
পারবো না!
রাধেকৃষ্ণ!

ওই সব অপকর্ম
করতে আসিনি
প্রভু! আমরা
আপনার প্রসাদ
পেতে এসেছি!

বাবাজীরে স্মৃতি ও আমি
যারপর নাই পূজিত! কিঞ্চিৎ
অপেক্ষা করে, আমি প্রসাদ
নিয়ে আসছি রাধেকৃষ্ণ!

নব্বট, এই চালে
প্যাকেটটা দে!

ভোগ কেমন লাগছে বাবাজীরা?

কুচো চিড়ি সহযোগে
ভোগটা অতুলনীয়
খোলতাই হয়েছে
প্রভু! এটা আর একটি
পেতে পারি?

বলিস কি
অবাচীন পাষণ্ড!
আমার ভোগে
মৎস!
রাধেকৃষ্ণ!

আপনি নিজেই দেখুন
না প্রভু! চিড়িগুলিকে
এর মধ্যে ভেঙ্গে দেওয়াতে
আরো উত্তম হয়েছে!

রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ
তাইতো দেখছি!

চল নব্বট, সবাইকে উপায়ে
প্রসাদ পাথর জ্বলো প্রভুর
কুঞ্জে পাঠিয়ে দি। সঙ্গে
একটু নমুনা নিয়ে মাই!

রাধেকৃষ্ণ!
তোমরা না কি
একটা কর্ম
করছো?

ওসব যেতে দিন
প্রভু! ও হলো
গিয়ে যতো
অপকর্ম!

না,না,ওসব হচ্ছে
অত্যন্ত সংকর্ম!
বালকের মধ্যেই তো
কৃষ্ণ! এই লাও
একশত টাকা!

এই নাও গাবলুদা! বালক
ভোজন উপলক্ষে গোসাইজীর
দান একশত টাকা!

তোরা ম্যাজিক
জারিস দেখাচ্ছি!



নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

হামাকে আপুনি ডাকিয়েছেন বাবু?

শোনা, আমার জন্য কয়েকদিন আর ধীর করোনা। রাতে কদিন শুধু খাই দুধ খাবো।

রাতে

কই হে ঠাকুর—এই যে, দুধ আনতে এতো দেরী হলো কেন? দাও, দাও।

দুধ খা লিয়া।

খা লিয়া মানে? তাই তো, এতো ভলটি পড়ে আছে! এখন শুধু শুকনো খই চিবিয়ে থাকতে হবে। দুধ কিসে খেলো?

কৌন জানে! বিলি-উল্লি হবে।

পরদিন রাতে

আজ তি জাখা দুধ খা লিয়া।

নাঃ, জানলাম জল লাগাতে হবে দেখছি।

পরদিন সকালে

কেলু, তাবের জল এল খাবার ঘরের জানলায় লাগাযি। কেডালে রোজ আমার দুধ খেয়ে মাছে।

কেডালে রোজ আপনার দুধ খেয়ে যায়! কি ডয়ানকু কথা! আমি এখনি গিয়ে জল এনে লাগাচ্ছি।

দেখুন স্যার, এবার কেডালের দাখি লেই যে দুধ আয়।

বেশ হয়েছে।

সেদিন রাতে

আশ্চর্য! জল লাগাবার পরেও দুধ দাবাড় হয়ে মাছে!

পরদিন

আমার গলে হচ্ছে, এদের ও...র একটু নজর রাখা দরকার।

মেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধা উসুল করে নেবো!





নটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

রাতে খাবার সময়
এবার দুইটা নিয়ে
এসো ঠাকুর!

দহি-
নেহি!



আজও দুই লোপাট!
কদিন ধরেই এই কাণ্ড
হচ্ছে! কে খায় তাকে
ধরতে পারো না?



ওহি মো ছোকরা,
নকুয়া আওর
ফকুয়াকে দেখলম
রদুই ধরলে বাথর
থোলে!



ঠিক, ওদেরই কম্ব!
দেখাচ্ছি মজা!



আশা করি এরপর গুরুজনের
ভোজ্যদ্রব্যের দিকে বুলো
বাড়াবি না!



স্যারের দুই না খেয়েও
রান্নাওনি খেলুম
মাইরি ফটে!



কিন্তু যার জন্যে
ঠেঙানি খেলুম,
সেই দুই খেসেছে
ধরতে হবে!

পরদিন সন্ধ্যাবেলা

কোথায় যাচ্ছিস রে
ফটে?



মাছ ধরবো বলে
টোপ কিনতে
যাচ্ছি!







নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



তোমার নামে
একটা পার্সেল
আছে এই
মাও।

অস্ট্রেলিয়া
থেকে কাকা
পাঠিয়েছে
ছেঁচাছি!



দ্যাখ ফটে! কাকা
আমার জন্যে কি
পাঠিয়েছে!

বুমেরাং যে রে! ঠিক
মতো ছড়কে পারলে
আমার ঘর হাতি ফিরে
আসে মাইরি!



মালীটো দাঁড়িয়েই নাক
চকিয়ে! এই ঘালে এ
আমের ওপরেই একবার
পরখ করি।

ফরর
ফলাৎ!

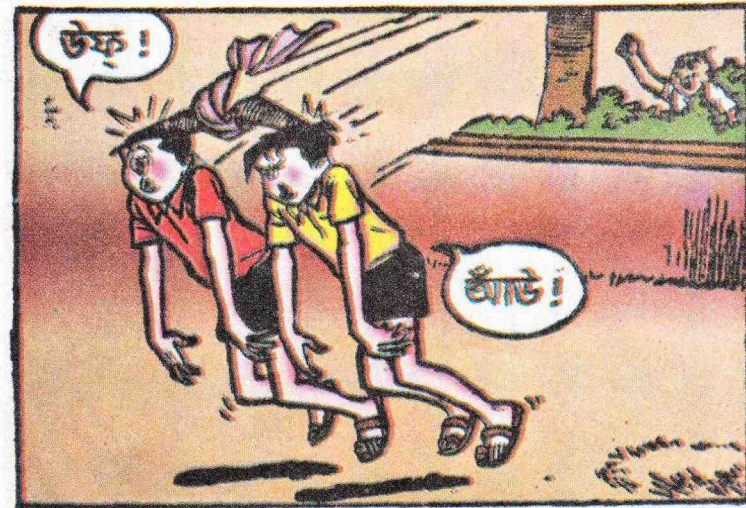
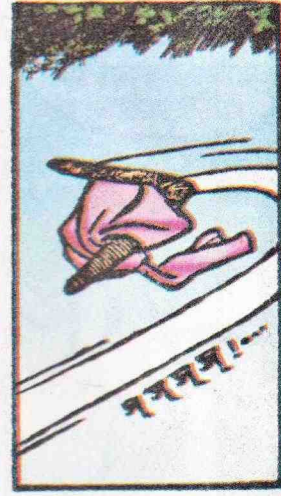


ইয়াহ! চেয়ে দ্যাখ
নটে, বুমেরাং আম
নিয়ে আসছে!



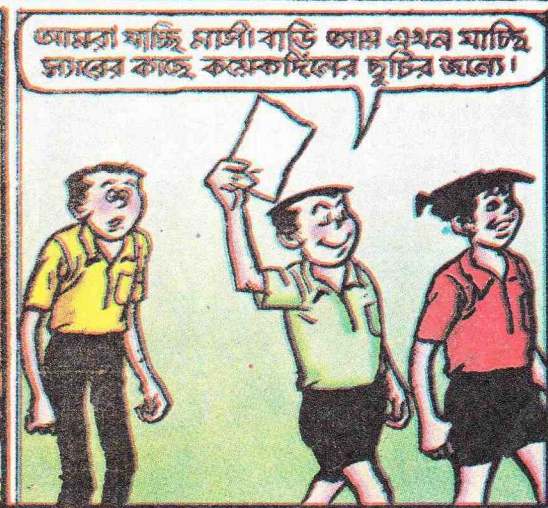
তোর কাকা ভোকে দারুণ
জিনিজ পাঠিয়েছে মাইরি!
ছুঁড়ে দিলেই সঙ্গে আম
নিয়ে ফিরছে!

কি
মিষ্টি
আম রে
মাইরি!



নটে
আর
ফটে

নারায়ণ দেবদাস









আরো একঘণ্টা পরে...

লিলি দেখালো জায়গা যে শালের বনরে ফর্কে! বর-বাড়ির কোন চিহ্ন নেই।

তাইতো রে। ছোঁড়াটা ভুল জায়গা দেখিয়ে দিলে না জো?



এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া ম্যাক নটে কি বলিস?

হ্যাঁ, না হলে আর এক পাও হাঁটা যাবে না। মাসী-বাড়ি যাওয়া এখন ফাঁসি মাওয়াব মতো লাগছে মাইরি!



সহসা

কে কোথায় আছে, বাঁচাও! ডাকাতেরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!



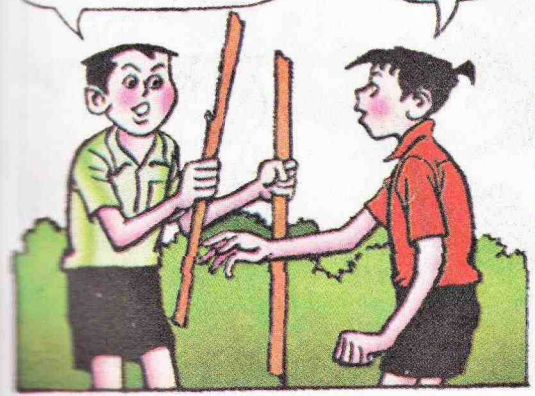
নটে, নির্মাত একলা পেয়ে কারা কোন মেয়ের ওপর অত্যাচার করছে!

আমাদের এক্ষুণি সাহায্য করতে যাওয়া উচিত ফর্কে!

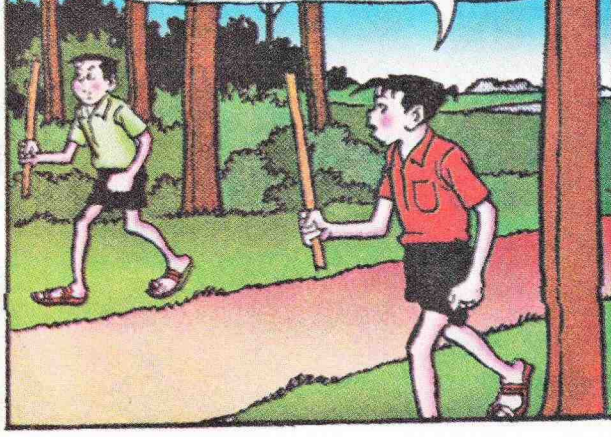


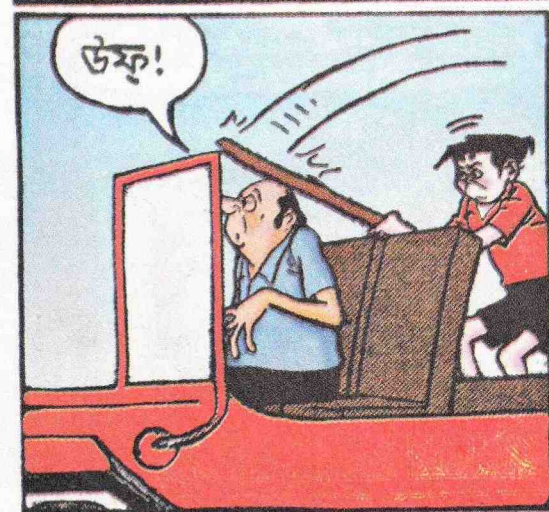
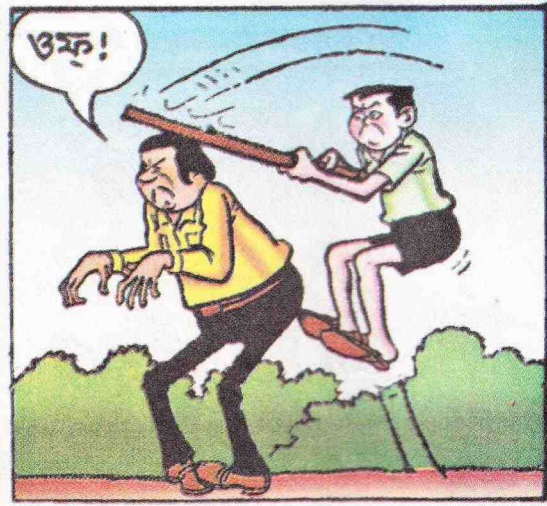
কিও শুধু হাতে যাওয়া ঠিক নয়। আমি একটা রাখি, তুই এটা নে।

ঠিক কথা বলেছিস, দে।



হুজুরে দুপাশিই ঘাই করবে।









সাংগাতিক ব্যাপার
মোড়লমশাই! এ
ছেকরা দুটো দুজন
জিলনকে প্রায় খুন
করে এ আমার ছবি
মাগিকাকে ধরবার
জেনো ছুটেছে।



ছুটেলেই
হলো। ইখান
থিকে মাগিকা
ধরে নে মারে?
করি গদানে
কটা মাতা আচে
দেখি তো!



বাঁচাও! মেরে
ফেললো!

তুমি নেই!
দাঁড়ান!

খুন করে পালানো!
ধর ধর, মার মার!



ফল্টে দাঁড়া। ব্যাপারটা কেমন
উল্টো হয়ে মাছে। এখন মনে
হচ্ছে ওরা খুনে ডাকাত বলে
আমাদেরই ধরতে আসছে।
দিহিমনি কে বাঁচালোর বদলে
এখন নিজেদের বাঁচাতে
জেনলে গা ঢাকা দে,-



তারপর সকালে একমাত্র গাড়িতে
বিনা টিকিটে সম্বাস্থানে ফেরত! এখন
মাগীর বাড়ি খোজ করার মানেই হলো
ফাঁসির দড়ি গলায় পরা।

ঠিক বলেছিলাম!



পরদিন কিরে? কান গিলে
আজ সকালেই চলে
এলি যে? অথচ বলেছিলাম যে
বিশ্বাসে থাকবি।

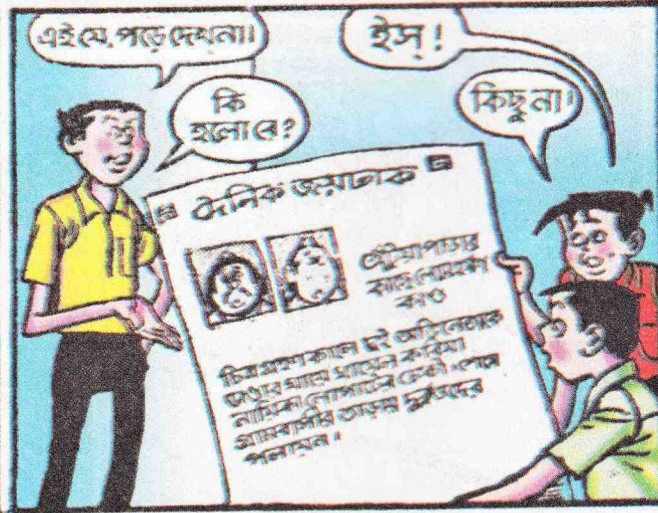
ইয়ে-মাল-একটা
বিশেষ প্রয়োজন
স্মার-

প্রা
স্মার!



কি এমন প্রয়োজন যে মাগী বাড়ির
তোমাজ ছেড়ে চলে আসতে হলো-
আর তার মাগীও আমার তোদের চলে
আসতে দিলো? তাহি লাগাচ্ছিলাম
তো? একটা খবর দেখে খেঁচিপাড়ার কাছে
চিলেমার সড়িএর সময় করা
হামলা করছে!

কোথায়?



এই যে পড়ে দেখো!

ইস!

কি
হলো?

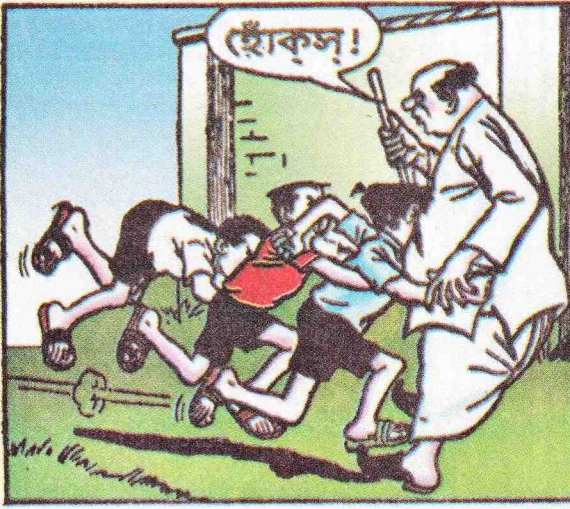
কিছু না!

দৈনিক জন্মভাঙ্গ
দুইমাসের
কাজ
চিরপ্রকাশকাল দুই অধিকার
জগৎ হার মানেন কবি
নামিকালাপারি ফেলী
গ্রামবাসীর তাকম দুইতর
পলায়ন।



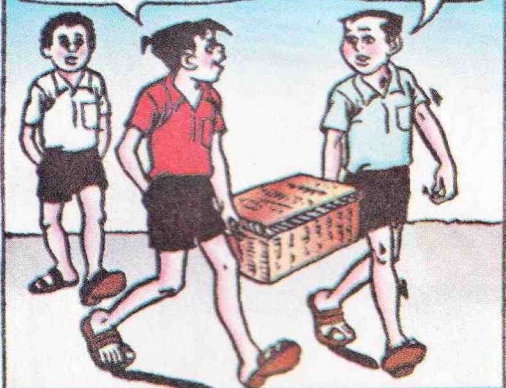
লালমণি দেবনাথ





স্বাস্থ্য জেদে ঠ্যাঙানির
হাত থেকে রেহাই আর এটা
কেনও পেয়েছি মাইরি!

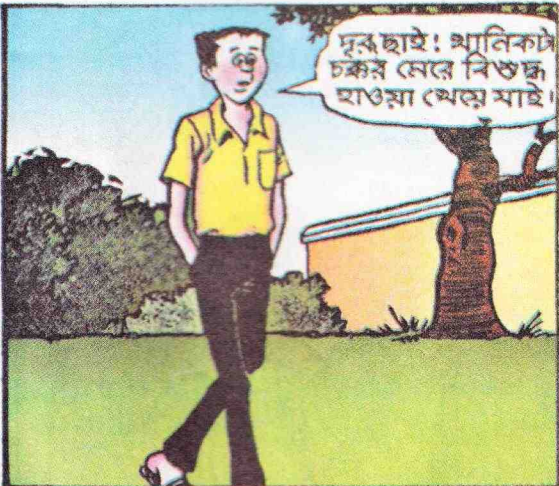
ছিচকেটাকে আচ্ছা
করে একদিন মাড়পৌছ
করতে হবে!



ওদিকে কেউ



স্মারকে দেখে চান্দর
খুইয়ে সরে পড়তে
হলো না হলে মরাইট
দিয়ে ওদের টাইট করে
ছেড়ে দিলাম। মাঝখান
থেকে খাটনিটাই মাঠে
মারা পেজো।



দূর ছাই! ঝানিকট
চকর মেরে বিস্কট
হাওয়া খেয়ে মাই!

কিছুদূর এতোবার পর



করে বাবা!
পাশল নাকি!
উর্দ্বাসে চুটছে!
আর একটু হলোই
ধাক্কা লেগে
মেতো!

পরমুহুর্তে



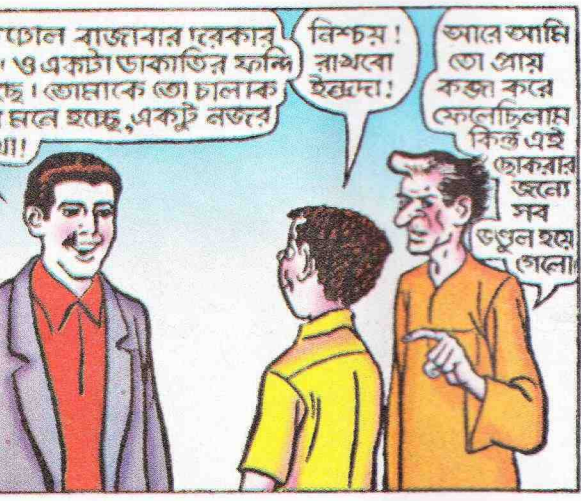
ওফস!

উফ!

কালা নাকি? দেখে
চুটতে পারেন না—
আরে! আপনি তো
শ্রীচন্দ্রকালী—

—দাজ সাহিত্যগ্রী!
কিন্তু তোমার জন্যে
এই বিশ্বে ব্যাপারটা
সম্মতিত হওয়ার মাঝে
আধার মার্গ ফসকে
গেলো!





এই যে, কেঁকুঁদা! আর কিছু নেই, সব শেষ।

আরে রেখে দে তোদের ঐটা পিকনিকের ছেঁদো খাওয়া! এদিকে যা হয়েছেন না, ওঃ! চাঁদুদার সঙ্গে সঞ্জয়ই দিয়ে শুরু তারপর—

চাঁদুদাই বা কে? আর তোমার সঙ্গে সঞ্জয়ই বা হলো কেন?

আরও সে কথা বলতে আর তোদের সঙ্গে নিয়ে আমায় মণির অনুসন্ধান করবো বলেই তো এসেছি।

এই যে! কেঁকুঁদা ইঁয়ালি দিয়ে কথা কইছে। চাঁদুদা, আমায় মণি, খোলতাই করে বলে দিকিনি, এরা কে?

ইঁয়ালি নয় বৎস! চাঁদুদা হলেন চক্ৰকালী দাস, সাহিত্যিক। আমায় মণি হচ্ছেন শমসাতের শিরোমণি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!

বলো কি কেঁকুঁদা! তুমি ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে দেখেছো?

দেখেছি, মানে? একগাল দাড়ি উড়িয়ে আমার নাকের ডগা দিয়ে ছুঁতে বেরিয়ে গেলো। তখনই তখন ওর পরিচয় জালিনা! ওকে তড়া করে ছুঁতে আসছিলেন চাঁদুদা! তার পেছনেই ইঁহঁজিৎ রায়। সেই সময় বাঁকের মাথায় এগিয়ে আসা আমার সঙ্গে লাগলো চাঁদুদার ঘুখোঘুখি ঠেকুর, বসি, দুজনেই চিপ্পাৎ! সেই ফাঁকে দাড়িওয়ালো পগার পার। পরে জেবেছি, ওই হচ্ছে জুমবেশী ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। ডাকাতির মতলব নিয়ে এসেছে। আমার জন্যে পালানোর সুযোগ পেলো বলে ইঁহঁদাকে কথা দিয়েছি, আমিই ওকে খুঁজে বের করবো।

এসব কাজে সহকারী চাই, তাই তোদের সঙ্গে নিচ্ছি। এতে তোদেরই প্রসিঁজ বাড়বে!

বিশ্চয়! সব সময় আমরা তোমার সঙ্গে আছি কেঁকুঁদা!

একটু পরে

নকে, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে!

চল তো শুনিজের আইডিয়া ফর্টে!





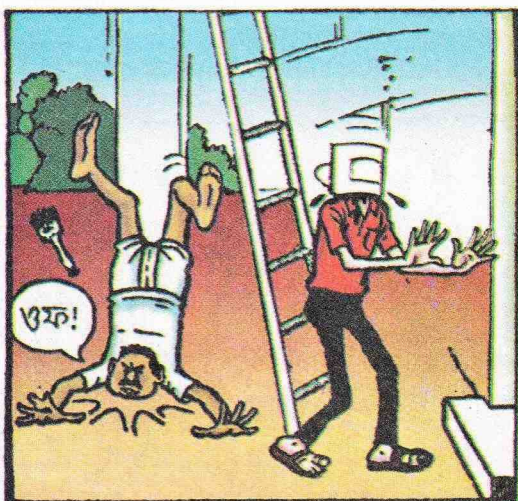
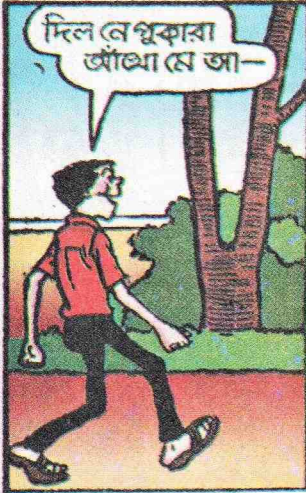


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ







নটে আর ফটে

লরায়ণ দেবদাশ



একটা এই ম্যাগিক-ক্যামেরা
ভেরি করে কোন্‌র ছবি
তুললে কোনন হয়?



ঠিক বলেছিস, নটে!
ভাছলে ভেরির সব ডিক্রিস
সংগ্রহ করতে হয়!

চল ওগুলো
দোকান থেকে
কিনে নিয়ে
আসি



আজই সব ঠিক করে
ফেলবো।

কাল কেবুটর
ছবি তোলা হবে।



কাজ প্রায় শেষ করে এলেছি।
এবার সাটার আর স্পেশাল লেন্সটা
ফিট করতে হবে।

চমৎকার
হচ্ছে রে মাইরি!



ব্যাল! কাজ
ফিনিশ!

তোর হাতে ওটা কি
সবু রে ফটে?



ক্যামেরা, কেবুটমা!
দারুণ ছবি ওঠে!

তাই নাকি! তবে, আজই
সবার ফটো তোলার কথা
বলছিলেন।

